আলী শাহান শাহ্ বাবা আদম কাশ্মিরী ও আতিয়া মসজিদ

ইতিহাস ও ঐতিহ্য
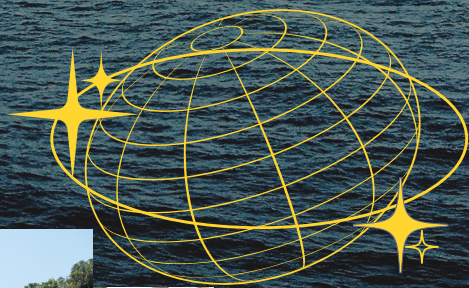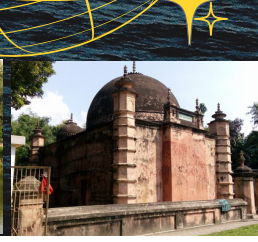
আতিয়া মসজিদ বাংলাদেশের টাঙ্গাইল জেলার দেলদুয়ার উপজেলায় অবস্থিত একটি ঐতিহাসিক স্থাপত্য। এটি শুধু একটি মসজিদ নয়, বরং এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে বাংলার ইতিহাস, ঐতিহ্য, এবং সংস্কৃতির নানা দিক। নিয়মিত ব্যবহারের পাশাপাশি, প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর বর্তমানে মসজিদটির সংরক্ষণ করে চলেছে।

নামকরণ ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

মসজিদের 'আতিয়া' নামের উৎপত্তির পেছনে রয়েছে একটি интересная কাহিনী। এই নামের উৎস খুঁজতে গেলে আমাদের দৃষ্টি যায় সুফি সাধক আলী শাহান শাহ্ বাবা আদম কাশ্মীরীর দিকে। তিনি কাশ্মীর থেকে এদেশে আগমন করেন এবং সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহ ও আফগান শাসক সুলায়মান কররানী কর্তৃক জমি লাভ করেন। এই জমিদানের ফলে এলাকার নাম হয় আতিয়া।

নির্মাণ ও পৃষ্ঠপোষকতা

মসজিদটি নির্মাণ করেন স্থানীয় জমিদার সাঈদ খান পান্নি। স্থপতি মুহাম্মদ খান এর নকশা তৈরি করেন। মসজিদটিতে সুলতানি ও মুঘল স্থাপত্যশৈলীর মিশ্রণ দেখা যায়। এর নির্মাণশৈলী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্য:

- গম্বুজ
- প্রাচীন কারুকার্য
- ইটের ব্যবহার
- মিহরাব

মসজিদের স্থাপত্যে সুলতানি ও মুঘল উভয় আমলের ছাপ স্পষ্ট। ইটের গাঁথুনি এবং গম্বুজগুলো বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ভেতরের মিহরাবগুলোও কারুকার্যমণ্ডিত।

স্থাপত্যের ফলক ও নির্মাণকাল

মসজিদে আরবি ও ফার্সি ভাষায় লেখা কিছু শিলালিপি পাওয়া যায়। এগুলোতে মসজিদের নির্মাণকাল সম্পর্কে তথ্য রয়েছে। তবে নির্মাণ সালের সামান্য কিছু পার্থক্য দেখা যায়।

সংস্কার ও প্রত্নতাত্ত্বিক মর্যাদা

পরবর্তীকালে রওশন খাতুন চৌধুরানী ও আবুল আহমেদ খান গজনভি মসজিদটির সংস্কার করেন। বর্তমানে এটি একটি প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান হিসেবে স্বীকৃত।

বাবা আদম কাশ্মীরীর অবদান

আলী শাহান শাহ্ বাবা আদম কাশ্মীরী ছিলেন একজন সুফি সাধক। তিনি সমাজকল্যাণমূলক কাজ করেছেন এবং তাঁর সমাধিও মসজিদের পাশে অবস্থিত।

সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক গুরুত্ব

আতিয়া মসজিদের সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক গুরুত্ব অপরিসীম। এটি বাংলাদেশের ১০ টাকার নোটে মুদ্রিত হয়েছে, যা এর গুরুত্বের সাক্ষ্য দেয়।

সারসংক্ষেপ

আতিয়া মসজিদ ধর্ম, স্থাপত্য, এবং সমাজকল্যাণের এক অপূর্ব সংমিশ্রণ। বাবা আদম কাশ্মীরী ও সাঈদ খান পান্নির অবদান এই মসজিদকে ইতিহাসে অমর করে রেখেছে। এটি শুধু একটি উপাসনালয় নয়, বরং এটি আমাদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ধারক।